ফটোশপ ইফেক্টস টিউটরিয়াল

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

যদি এ ধরনের কোনো তথ্য সংগ্রহ করা হয় যে কারও ছবি বা শখের কাজ কি, তাহলে ফটোগ্রাফি সবার শীর্ষে না থাকলেও ওপরের দিকে থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফটোগ্রাফি একদিকে যেমন বেশ কঠিন একটি কাজ, তেমনি অন্যদিকে খুব মজারও বলা যায়। তবে ফটোগ্রাফি বলতে শুধু ছবি তোলাই বোঝায় না। কেননা, ফটো এডিটিং ছাড়া ফটোগ্রাফি কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। এছাড়া সবসময় তোলা ছবি যে খুব ভালো হবে এরকম কোনো কথা নেই। আর তাই বেশিরভাগ সময়ই তোলা ছবিগুলো কিছুটা এডিটিংয়ের প্রয়োজন হয়। ফটো এডিটিংয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া সফটওয়্যার হলো ফটোশপ সিএস৬, তবে খুব বেশি মানুষ অ্যাডভান্সড এডিটিংয়ের ব্যাপারে তেমন একটা জানেন না। এডিটিংয়ে ভালো হতে হলে ফটোশপের বিভিন্ন টুল সম্পর্কে জানা দরকার। এছাড়া বিভিন্ন অপশন আছে, বিভিন্ন শর্টকাট পদ্ধতিও আছে বিভিন্ন রকম এডিটিংয়ে। প্রয়োজনমতো এসব টুল এবং অপশন ব্যবহার করেই একটি ছবির সুন্দর করে এডিট করা সম্ভব। এ লেখায় এডিটিংয়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় টুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ডেপথ অব ফিল্ড

ডেপথ অব ফিল্ড সুন্দর ছবির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একটি ছবিতে তখনই ডেপথ অব ফিল্ড ইফেক্ট আছে বলা যায়, যখন ছবিটির একটি অংশ ফোকাস হয়ে থাকে এবং আশপাশের অংশ ব-লার হয়ে থাকে। অর্থাৎ শুধু মূল অংশটিই ফোকাস হয়ে থাকবে। সাধারণত এ ধরনের ডেপথ অব ফিল্ডের জন্য ভালোমানের ক্যামেরা দরকার হয়। ভালো ক্যামেরার সাথে ছবি তোলাতে ভালো স্কিল থাকলে ছবিতে খুব সুন্দর ডেপথ অব ফিল্ড ইফেক্ট পড়ে এবং ছবি দেখতেও খুব আকর্ষণীয় হয়। তবে অনেক সময় ভালোভাবে এ ইফেক্ট পড়ে না। ফটোশপ দিয়ে খুব সহজেই লেন্স ব-লার এবং গ্রাডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করে এ ইফেক্ট আনা সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে সোর্স অর্থাৎ মূল ছবি যেনো অবশ্যই ভালো হয়। তা না হলে যত এডিটই করা হোক না কেনো, ফল খুব একটা ভালো আসবে না।

প্রথমে ফটোশপ দিয়ে ছবিটি ওপেন করুন। এবার সবার আগে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের ডুপি-কেট করুন। কেননা, মূল লেয়ারে যদি ভুল এডিট হয়, তাহলে আবার শুরু থেকে কাজ করতে হবে। তাই এই ডুপি-কেট লেয়ারে এডিট করা হবে। এবার ফিল্টার→ব-লার→লেন্স ব-লার অপশনে গিয়ে প্রয়োজনমতো সেটিংস ঠিক করে ইফেক্ট প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণভাবে যে সেটিংস ব্যবহার করা উচিত, তা এখানে দেয়া হলো। তবে প্রয়োজন অনুসারে এ সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে। শেপ হেপ্টাগন, রেডিয়াস ১৬, ব-ড কার্ভেচার ৪৬, রোটেশন ১৪৪, থ্রেশোল্ড ৫৪, ডিস্ট্রিবিউশন গশিয়ান। এবার ফোর গ্রাউন্ডের কালার কালো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সাদা করুন। গ্রাডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে সেটিংস ঠিক করে নিতে হবে। গ্রাডিয়েন্ট ইফেক্টের শেপ সার্কুলার হবে মোড নরমাল এবং অপাসিটি ১০০% থাকবে। এতে ছবির যে অংশ ফোকাসে রাখার দরকার নেই, সেই অংশ ব-লার হয়ে যাবে। তবে গ্রাডিয়েন্ট টুল অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়। একেকভাবে ব্যবহার করলে একেক ধরনের ব-লিং ইফেক্ট পাওয়া যাবে। তাই ইউজার নিজের প্রয়োজন অনুসারে গ্রাডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করবেন। যারা এ টুলের ব্যবহার সম্পর্কে ভালো জানেন না, তাদের জন্য ভালো হবে টুলটির বিভিন্ন অপশন একবার করে প্রয়োগ করে দেখা। কারণ, একেক ধরনের সেটিংসের ইফেক্ট একেক রকম। তাই এটি সম্পূর্ণ ইউজারের ওপর নির্ভর করছে, তিনি ছবিতে কী ধরনের ইফেক্ট দিতে চান। তবে মূল সেটিংগুলো অর্থাৎ এখানে যে সেটিংসগুলো বলা হয়েছে সেগুলা পরিবর্তনের খুব একটা দরকার নেই।

চিত্র-১

ফেক বোকেহ

ভালো ছবির আরেকটি গুণ হলো বোকেহ'র পরিমাণ। কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড যখন ব-লার হয়ে যায় তখন তাকে বোকেহ ইফেক্ট বলে। বোকেহ হলে ছবি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর হয়। তাই প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো বোকেহ। বিভিন্ন ফিচারের সাথে ভালো মানের লেন্সের আরেকটি গুণ হলো কত সুন্দর বোকেহ করা যায়। যদিও বোকেহ করার জন্য বেশ কিছু সফটওয়্যার পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো রিয়েল বোকেহ হয় না। তবুও অনেক ক্ষেত্রেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে বোকেহ করলে ছবি দেখতে আরও সুন্দর হয়। বিভিন্নভাবে বোকেহর এডিটিং সম্ভব। এখানে ফটোশপ সিএস৬-এর আইরিশ ব-লার ব্যবহার করে কিভাবে ওভাল বোকেহ করা যায় তা দেখানো হয়েছে।

প্রথমে ছবিটি ফটোশপে ওপেন করে ফিল্টার→ব-লার→আইরিশ ব-লার সিলেক্ট করুন। চিত্র-১-এর মতো একটি মেনু আসবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ছবির মাঝখানে ওভাল আকৃতির কিছু অংশ সিলেক্ট হয়ে আছে। ইচ্ছে করলে এই সিলেকশনটি ফ্রি ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব (চিত্র-২)। প্রয়োজন অনুসারে সিলেকশন ঠিক করুন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সিলেকশনের মধ্যে কিছু সাদা ডট আছে। এগুলো হলো সিলেকশনের পিন। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেই সিলেকশনের ট্রান্সফর্মেশন করা যায়। এবার ব-লার ১৫ পিক্সেল এবং লিট রেন্ড প্রয়োজনমতো সেট করুন। তবে ব-লারের পরিমাণ যদি কম দরকার হয়, তাহলে ১৫ পিক্সেলের জায়গায় ১০ পিক্সেল দেয়া যেতে পারে। সব সেটিং ঠিক করার পর ওকে বাটনে ক্লিক করলে প্রোসেস বার আসবে। প্রোসেস শেষ হয়ে গেলে ছবি সেভ করুন।

ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ

সচরাচর এডিটিংয়ের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অনেক বেশি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মূল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে দিয়ে শুধু সাদা বা কালো বা এক কালার রেখে অথবা অন্য কোনো ইমেজ পেস্ট করে এডিট করা হয়। বিভিন্নভাবে এটি করা সম্ভব। তবে এখানে কিভাবে লেয়ার মাস্কের সাহায্যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ যায় তা দেখানো হয়েছে।

ফটোশপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো লেয়ার। এটি একবারে

চিত্র-২

ফটোশপকে যেমন ইউনিক করে তুলেছে, তেমনি এডিটিংয়ের কাজকে করে তুলেছে অনেক সহজ। ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারে কাজ করার জন্য ছবির গঠন, বে-ভিং ইত্যাদির ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন লেয়ার ব্যবহার করে একাধিক ছবি মার্জ করাও সম্ভব। সাধারণত দেখা যায়, যারা ফটোশপে নতুন তারা ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল অথবা কুইক সিলেকশন টুল ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজটি করে থাকেন। কিন্তু লেয়ার মাস্ক দিয়ে কাজটি করলে আরও সূক্ষ্মভাবে করা সম্ভব। আর সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমন সময়সাপেক্ষ। তাই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ বা অন্য কোনো লেয়ার নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিলেকশন টুল ব্যবহার না করাই ভালো। যদিও লেয়ার মাস্ক দিয়ে রিমুভের কাজটি করতে গেলে তা অটো-সিলেকশন থেকে কিছুটা বেশি সময় নেবে, কিন্তু এতে সিলেকশনের কোয়ালিটি আরও ভালো হবে।

লেয়ার মাস্কের বেসিক কাজ ব-াক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ন্ত্রণ করে অপাসিটি বা একটি নির্দিষ্ট লেয়ারের ট্রান্সপারেন্সি পরিবর্তন করা। তাছাড়া লেয়ার মাস্ক দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অংশ হাইড করে এডিট করাটা ইরেজার দিয়ে এডিট করার চেয়ে অনেক ভালো। কারণ, ইরেজার দিয়ে কোনো অংশ মুছে ফেললে সব ক্ষেত্রে তা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু লেয়ার মাস্ক তৈরি করে শুধু তা হাইড করে রাখলেই নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া ছবির বাকি অংশ দেখাবে। আবার প্রয়োজনমতো যেকোনো সময় লেয়ার মাস্ক আনহাইড করে ওই অংশটুকু ফিরিয়ে আনা যাবে।

চিত্র-৩-এ মূল ছবি এবং এডিট করা ছবি দেখানো হলো। প্রথমে অটো-সিলেকশন টুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ম্যাজিক ওয়ান্ড, কুইক সিলেকশন টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল হলো অটো-সিলেকশন টুল। এই টুলগুলো খুবই কার্যকর। অনেক ক্ষেত্রেই এডিটের কাজকে অনেক সহজ করে দেয়। কিন্তু অ্যাডভান্সড সিলেকশনের ক্ষেত্রে এগুলো দিয়ে খুব একটা ভালো ফল পাওয়া যায় না। এ ধরনের টুল দিয়ে এডিট করলে ছবিতে মাঝেমধ্যেই কিছু pixellated edges বা artefacts দেখা যায়। এসব টুল এমন সব অ্যালগরিদমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে সেগুলো কালার ভ্যালুর ওপর নির্ভর করে পিক্সেল সিলেক্ট করে। তবে পে-ইন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে নিঃসন্দেহে এসব টুল খুবই কাজে দেয়। লেয়ার মাস্ক দিয়ে রিমুভের কাজটি করলে অটো-সিলেকশন টুল থেকে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। তা ছাড়া শার্প এজ, সফট এজ, যেমন পশুর লোম যদি একসাথে থাকে তাহলেও মাস্ক লেয়ার অনেক ভালো ফল দেয়।

ছবিটি ওপেন করে প্রথমে শুধু অবজেক্টের একটি লেয়ার তৈরি করুন। এটি সবসময় করা ভালো। এবারে নতুন লেয়ারের একটি মাস্ক তৈরি করার জন্য লেয়ারটিকে সিলেক্ট করে উপরের আইকনগুলো থেকে লেয়ার মাস্কের

চিত্র-৩

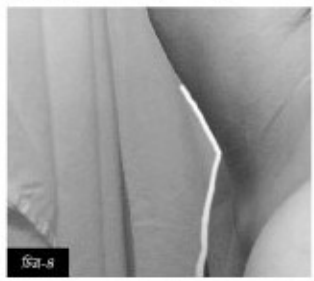
চিত্র-৪

চিত্র-৫

আইকনে ক্লিক করলেই মাস্ক তৈরি হয়ে যাবে। এবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে এর হার্ডনেস সফট করুন। হার্ডনেস ঠিক করার অপশনটি তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য মাউস পয়েন্টার ক্যানভাসের যেকোনো জায়গায় নিয়ে ডান ক্লিক করুন। ফোরগ্রাউন্ড কালার কালো সিলেক্ট করা অবস্থায় ছবির অবজেক্ট ছাড়া বাকি অংশ পেইন্ট করুন। অর্থাৎ যে অংশ থাকবে সেই অংশ ছাড়া বাকি সব কিছু পেইন্ট করুন (চিত্র-৪)। এখানে ছবিটি এডিট করার জন্য ১৩ পিক্সেলের সফট এজের ছোট ব্রাশ ব্যবহার করা হয়েছে। সিলেকশনের সময় একটু ভুল হলে Cntrl+Z চেপে আনডু করা যাবে। তবে এতে শুধু একটি ধাপ আনডু হবে। একাধিক ধাপ আনডু করতে হলে Cntrl+Alt+Z চাপতে হবে। এবার পলিগনাল ল্যাসো টুল সিলেক্ট করে সে অংশ জুড়ে সাদা কালার করার সাথে সাথে আশপাশের ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে কালো কালার দিয়ে ফিল করলেই ওই সিলেক্টেড ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে যাবে। এভাবে শর্টকাটে তাড়াতাড়ি সিলেক্ট করা যায়। সিলেকশনে রাইট ক্লিক করে ফিল পাথ সিলেক্ট করলেই ফিল করা যাবে (চিত্র-৫)। মনে রাখা উচিত ব্রাশের সাইজ যত ছোট হবে, তত সূক্ষ্মভাবে এজ সিলেক্ট করা সম্ভব হবে।

চুলের অংশটি সিলেক্ট করা বেশ জটিল একটি কাজ। এক্ষেত্রে ব্রাশের সাইজ বাড়িয়ে নিলে আরও বেশি ফেদারড এজ পাওয়া সম্ভব।

স্যাচুরেশন

স্যাচুরেশন সম্পর্কে প্রায় সবার কিছুটা ধারণা আছে। স্যাচুরেশন মূলত ছবির কালারকে ইফেক্ট করে। স্যাচুরেশন যত বেশি হবে ছবি তত বেশি কালারফুল হবে। কিন্তু কালারের অনুপাত সঠিক না হলে তা দেখতে খারাপ লাগে। তাই স্যাচুরেশন সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা থাকা দরকার। বিভিন্ন ইফেক্টের সাথে ছবির কালারের ঘনত্বও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। কালারের ব্যালান্স ঠিক করার অনেক পদ্ধতি আছে। সবচেয়ে সহজ হলো হিউ/স্যাচুরেশন অপশন দিয়ে ছবির কালার ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রাইটনেস এবং স্যাচুরেশন পরিবর্তন করেই ছবির কালার ব্যালান্স করা হয়। এজন্য লেয়ার→নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার→হিউ/স্যাচুরেশন অপশন সিলেক্ট করলে কালার ব্যালান্সের একটি উইন্ডো ওপেন হবে। এখানে বিভিন্ন প্যারামিটার পরিবর্তন করে স্যাচুরেশন ঠিক করা যায়। তবে স্যাচুরেশনে হাত দেয়ার আগে সম্পূর্ণ ছবি ভালো করে একবার দেখে নেয়া উচিত। কারণ, এমন হতে পারে যে পুরো ছবির স্যাচুরেশন কম, কিন্তু ছবির একটি নির্দিষ্ট অংশের আবার কালার অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে কালার ব্যালান্স করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই এমন অবস্থায় অতিরিক্ত কালারের অংশটুকু সিলেক্ট করে আলাদা লেয়ারে নিতে হবে। এজন্য নির্দিষ্ট অংশ সিলেক্ট করে Cntrl+J চাপতে হবে। তাহলে নতুন একটি লেয়ার তৈরি হবে এবং সিলেক্টেড অংশটুকু ওই লেয়ারে চলে যাবে। এ ধরনের প্যারামিটার পরিবর্তন করে কালার ব্যালান্স করার জন্য স্যাচুরেশন সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা জরুরি। তবে অনেক সময় পুরো ছবির কালার ব্যালান্স প্রায় ঠিকই আছে, কিন্তু সার্বিকভাবে ছবির কালার বাড়ালে দেখতে আরও সুন্দর হবে। সেক্ষেত্রে হিউ/স্যাচুরেশন পরিবর্তন করলে আবার অতিরিক্ত কালার হয়ে যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে পুরো ছবির লেয়ারের ডুপি-কেট করা হলে নতুন লেয়ার আগের লেয়ারের সাথে মিশে যাবে এবং কালারের ঘনত্ব সামান্য বাড়বে। এবার লেয়ার ডুপি-কেটের মাধ্যমে একটু একটু করে কালারের ঘনত্ব বাড়িয়েও কালারের ব্যালান্স আনা যায়।

শার্পনেস

ছবির শার্পনেস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছবির বিভিন্ন অংশের শার্পনেস যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকে, তাহলে ছবি দেখতে বাস্তব মনে হবে না। অবশ্যই ছবির যে অংশটুকু ফোকাসে থাকবে, সেই অংশের শার্পনেস তুলনামূলক বেশি হবে। সুতরাং ব্যালান্স যদি ঠিক না থাকে, তাহলে শুধু ফোকাসের অংশটুকু সিলেক্ট করে শার্পনেস বাড়িয়ে দিলেই হবে। এক্ষেত্রে আনশার্প মাস্ক ব্যবহার করা উত্তম। এজন্য ফিল্টার→শার্পনেস→আনশার্প মাস্ক অপশন সিলেক্ট করে প্যারামিটারগুলো প্রয়োজন অনুসারে ঠিক করে নিলেই হবে। ফোকাস অংশটুকু আগে থেকেই শার্প হয়ে থাকলে ছবির বাকি অংশ সিলেক্ট করে গশিয়ান ব-ার প্রয়োগ করলেই হবে। আর সিলেক্ট করার জন্য ফোকাস অংশটুকু সিলেক্ট করে ইনভার্ট সিলেক্ট করলেই বাকি অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে। গশিয়ান ব-ার করার জন্য ফিল্টার→ব-র→গশিয়ান ব-ার অপশন সিলেক্ট করুন। এবারে প্যারামিটারগুলো ঠিকমতো সেট করে প্রয়োজনমতো ব-ার করে দিন। খেয়াল রাখতে হবে ব-ার বেশি হয়ে গেলে তেমন কোনো লাভ হবে না।

সিলেকশন

সিলেকশন ছবি এডিটিংয়ের খুব প্রয়োজনীয় একটি টুল। ছবির যেকোনো এলিমেন্টকে আলাদা করতে চাইলে বা আলাদাভাবে এডিট করতে চাইলে, সিলেকশন টুলের দরকার হয়। সিলেকশন অনেকভাবে করা যায়। ফটোশপে তিনটি সিলেকশন টুল আছে। যেমন ল্যাসো, পলিগনাল ল্যাসো এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো। তিনটি টুলের মূল কাজ একই হলেও ভিন্নভাবে কাজ করে। সাধারণত ল্যাসো টুল হলো ফ্রি হ্যান্ড টুল। অনেকটা পেন্সিল দিয়ে ড্র করার মতো। পলিগনাল ল্যাসো টুল সবসময় সরল রৈখিকভাবে কাজ করে। যেকোনো ধরনের বক্স বা পে-ন সারফেস বা এমন কিছু যার সারফেস রৈখিক ধরনের অবজেক্ট সিলেক্ট করতে পলিগনাল ল্যাসো টুল বিশেষভাবে উপযোগী। আর ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে বের করে ক্যানভাসের কোথায় কালারের পার্থক্য আছে। যেখানে কালারের পার্থক্য আছে, সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেক্ট হয়ে যায়। এই টুলটি ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে মাউস পয়েন্টার ধীরে ধীরে নাড়াতে হবে। ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করার সময় সাধারণত ক্লিক করার দরকার পড়ে না। মাউস পয়েন্টার যেখান দিয়ে নেয়া হয়, সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেকশন হয়ে যায় এবং কতগুলো পয়েন্ট তৈরি হয়। তবে ইউজার চাইলে ইচ্ছেমতো জায়গায় ক্লিক করে পয়েন্ট তৈরি করে নিতে পারেন। ওই পয়েন্টগুলোই হলো সিলেকশনের পরিধি।

সিলেকশনের জন্য সিলেক্ট→কালার রেঞ্জ অপশনটি দিয়ে যেকোনো একই কালারের সব অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায়। অবজেক্টের ধার নিয়মিত না হলে ল্যাসো টুলগুলো দিয়ে সিলেক্ট করা বেশ কষ্টসাধ্য হয় এবং অনেক সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে কালার রেঞ্জ দিয়ে অল্প সময়ে সিলেকশনের কাজটি করা সম্ভব। কালার রেঞ্জ দিয়ে সিলেক্ট করার সময় দুটি অপশন থাকে। একটি লোকালাইজড কালার ক্লাস্টার এবং অপরটি ফাজিনেস। ফাজিনেস বাড়িয়ে বা কমিয়ে খুব সহজেই কালারের রেঞ্জ বাড়ানো বা কমানো যায়। এটি অনেকটা ব্রাইটনেসের মতো কাজ করে। নিচের প্রিভিউ দেখলেই এটি সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝা যাবে। আর লোকালাইজড কালার ক্লাস্টার দিয়ে একটু ভিন্ন রেঞ্জের কালার বা একই কালার রেঞ্জের শুধু একপাশের অংশকে সিলেক্ট করা যায়।

ফটোশপের অসংখ্য টুল, অপশন এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে অনেক টিউটরিয়াল আছে। এডিটিংয়ে ভালো হতে হলে এসব টুল এবং অপশন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। আর যাদের ফটোগ্রাফির শখ আছে তাদের জন্য ফটো এডিটিং আরও ভালোভাবে শেখা উচিত, কারণ এডিটিং ফটোগ্রাফির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com